ছাত্রলীগকে এবার থামানো দরকার

২৯ মে ২০১৯ ০০:০০
আপডেট: ২৯ মে ২০১৯ ০০:৩৪

ডাকসুর নবনির্বাচিত সহসভাপতি নুরুল হকের প্রতি ছাত্রলীগের আক্রোশ এখনো কমেনি। নির্বাচনের আগে, নির্বাচন চলাকালে এবং নির্বাচনে বিজয় লাভের পর নুরুল হক ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের দ্বারা বারবার আক্রান্ত হয়েছেন। সাধারণ ছাত্রদের দ্বারা নির্বাচিত একজন জনপ্রতিনিধিকে এভাবে প্রকাশ্যে বারবার লাঞ্ছনা ও আক্রমণ করার ফলে আক্রান্ত নুরুল হকের প্রাণ সংশয় দেখা দিলেও ভাবমূর্তির সংকটে পড়ছে ও কলঙ্কিত হচ্ছে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ। সংগঠনটির আদর্শিক প্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই দায় এড়াতে পারেন না। ইতোমধ্যে ছাত্রলীগ তার গৌরবময় ঐতিহ্য হারাতে বসেছে। দেশের সর্বত্র ছাত্রলীগের নামে দখলদারি, টেন্ডারবাজি এবং একক আধিপত্য অর্জন ও বজায়ের তৎপরতা চলছে। বিভিন্ন ক্যাম্পাসে এ সংগঠনটির একক রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এতে কোনো ক্যাম্পাসেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন এবং একাডেমিক কাজ স্বাধীন ও সুষ্ঠুভাবে চলতে পারছে না। সবই ছাত্রলীগের নেতাদের অনুমতি সাপেক্ষে চলছে। তারা বিভিন্ন ক্যাম্পাস ও এলাকায় বিকল্প প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করেছে। এর মধ্যে ডাকসুর ভিপি হিসেবে সংগঠনবহির্ভূত একজনকে তাদের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। বিজয়ী নুরুল হক যেন ছাত্রলীগের পরাজয়ের প্রতীক। কিন্তু এর প্রতিকারে সংগঠনটির নেতাকর্মীরা যে ব্যবস্থাপত্র প্রয়োগ করে চলেছেন নুরুল হক তাদের পরাজয় ছাড়াও অসহিষ্ণুতা ও নিষ্ঠুরতার জীবন্ত প্রতীক ও প্রতিবাদ হয়ে উঠেছেন। বলা যায়, গোপন ব্যালটের সদ্ব্যবহার করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্ররা ছাত্রলীগের প্রতি তাদের মনোভাবের প্রকাশ ঘটিয়েছে। ছাত্রলীগের মধ্যে যে গণতন্ত্রের চর্চা নেই তার আরও প্রমাণ সংগঠনের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া এবং তার বিরুদ্ধে ছাত্রলীগের একাংশের প্রতিবাদ ও সে প্রতিবাদ দমনে বর্তমান নেতৃত্বের ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনাও উপেক্ষিত হয়েছে এবং প্রতিবাদকারীরাও বারবার নুরুল হকের মতোই লাঞ্ছিত ও প্রহৃত হয়েছে। এসবই সংগঠনের স্থবিরতা ও গভীর সংকটেরই প্রমাণ দেয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের, বিশেষত এর ভিপি ও জিএসের ভূমিকা সারাদেশের ছাত্রনেতা হিসেবে আদৃত হয়ে এসেছে। এ পদের অধিকারীরা সারাদেশের গণতান্ত্রিক চেতনার ছাত্র সমাজের প্রতিনিধি এবং মুখপাত্র হিসেবে গণ্য হন। কোনো অবস্থাতেই তাদের ভূমিকা নিজ সংগঠন, নিজ ক্যাম্পাস এবং ক্ষুদ্র দলীয়, উপদলীয় স্বার্থের গ-িতে আবদ্ধ থাকেনি। ছাত্রলীগ ডাকসু ভিপির স্বাভাবিক কাজকর্মে বাধা দিয়ে এবং তাদের সংগঠন থেকে নির্বাচিত

জিএসের ভূমিকাকে ক্ষুদ্র গ-িতে বেঁধে প্রকারান্তরে নিজেরাই ক্ষতি করছে। তাদের এমন আচরণের নিন্দা জানাই আমরা। সেই সঙ্গে অবিলম্বে ভিপি নুরুল হকের ওপর সব ধরনের হামলা বন্ধের আহ্বান জানাই। আমরা আশা করব সংগঠনটির আদর্শিক নেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কালক্ষেপণ না করে শক্ত পদক্ষেপ নেবেন।